সূচিপত্র

ভূমিকা	**১৩**
শরিয়তের দৃষ্টিতে মিউজিক	**২২**
সমস্যা ও বিবাদের মূল জায়গা	২২
গান ও মিউজিকের ব্যাপারে কুরআনের অবস্থান	২৪
নবিজির জীবনী থেকে একটি ঘটনা	৩৭
বিজ্ঞানের আলোকে মিউজিক	**৪০**
মিউজিক ও আবেগ : বৈজ্ঞানিক যোগসূত্র	৪১
শরীরের ওপর মিউজিকের প্রভাব	৪৩
মস্তিষ্কের ওপর মিউজিকের প্রভাব	৪৭
যৌনতার পেছনে মিউজিকের ভূমিকা	৫০
এন্ডরফিন ও আত্মবিস্মৃতির ওপর গবেষণা	৫৩
মিউজিকের রিদম এবং আমাদের হৃৎস্পন্দন	৫৫
কানের মাধ্যমে অন্তরের দূষণ	৫৬
যৌনতা, মাদক এবং রক মিউজিক	**৬২**
গান ও ব্যভিচারের মধ্যে সম্পর্ক	৬৩

গানের সাথে নিফাকের সম্পর্ক ৬৮
গানের সাথে মদ ও ড্রাগসের ব্যবহার ৭০
প্রতারণার স্বার্থে মিউজিকের ব্যবহার ৭৯
ফিল্ম জগতে মিউজিকের ভূমিকা ৮৪
বিজ্ঞাপনশিল্পে মিউজিকের গুরুত্ব ৮৭

মিউজিক : এক অপশক্তির আধার ৯০
ধীরলয় বনাম দ্রুতলয়ের মিউজিক ৯১
ধ্বংসযজ্ঞের পেছনে মিউজিকের ভয়াল থাবা ৯৩
মিউজিক যখন আত্মহত্যার কারণ ৯৮
অবচেতন মনে যৌনতার প্রলোভন ১০৪
নারীকে পণ্যরূপে প্রদর্শন ১০৯
অডিও-ভিডিওর মেলবন্ধন : আঁধার থেকে আঁধারে ১১৫
হাদিসের একটি লোমহর্ষক ভবিষ্যদ্বাণী ১১৮

মিউজিকের ব্যাপারে পূর্বসূরিদের অবস্থান ১২১
গানবাজনার ব্যাপারে সাহাবিদের অভিমত ১২২
চার ইমাম এবং অন্যান্য আলিমের অবস্থান ১২৫
যে শর্তে গান বৈধ ১৩৪
মিউজিক ও গান শোনার শারয়ি বিধান ১৩৭

যুক্তি-তর্কে 'ইসলামিক' মিউজিক ১৩৮
ইসলামে কি মিউজিক নিষিদ্ধ? ১৪১
অনিচ্ছাকৃতভাবে মিউজিক শোনা ১৪৮
কিছু আপত্তির মোক্ষম জবাব ১৪৯
গান শুনেছেন উম্মুল মুমিনিন! ১৫৪
ইসলামের নামে পপ-কালচার ১৫৮
সুফিবাদ এবং মিউজিক ১৬৩

মিউজিকের সাথে ইবাদত-বন্দেগি ১৬৪
ইসলামি অনুষ্ঠানে মিউজিকের অনুপ্রবেশ ১৬৬
শরিয়তে বিনোদনের সীমারেখা ১৬৯
মিউজিকবিহীন ইসলামি মজলিস ১৭২
অন্যায়কে সমূলে উপড়ে ফেলুন ১৭৪
মিউজিক অন্তরে তৈরি করে শূন্যতা ১৭৯
মিউজিক মানুষের কুপ্রবৃত্তিকে জাগিয়ে তোলে ১৮২
অনাবিল প্রশান্তি কুরআনের সমধুর সুরে ১৮৬

মিউজিক এবং আমাদের সমাজ **১৯৬**
মিউজিক ও সভ্যতার ইতিহাস ২০২
নর্তকী যখন রাজসভার বিতর্কের বিষয়বস্তু ২০৫
সংগীতের প্রতি সম্রাটের সুতীব্র অনুরাগ ২০৫
তাদের করুণ পরিণতি এবং আমাদের শিক্ষা ২০৬

সময় এখনো ফুরিয়ে যায়নি **২০৯**
যাযান রাহিমাহুল্লাহর ফিরে আসা ২১১
ইমাম মালিক রাহিমাহুল্লাহর ফিরে আসা ২১২
শিক্ষকের উদ্দেশে খলিফা উমার ইবনু আব্দিল আযিযের উপদেশ ২১৩
ড. বিলাল ফিলিপসের ফিরে আসা ২১৪
জুনায়েদ জামশেদ রাহিমাহুল্লাহর ফিরে আসা ২১৯
শাইখ ইউসুফ এস্টেসের ফিরে আসা ২২২

উপসংহার **২২৫**

শরিয়তের দৃষ্টিতে মিউজিক

সমস্যা ও বিবাদের মূল জায়গা

মিউজিকের প্রসঙ্গটি শরিয়তের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখার আগে আমাদেরকে সমস্যার গোড়া নিয়ে চিন্তা করতে হবে। গান ও মিউজিক বর্তমান সময়ের লাখো তরুণের জন্য আলোচিত একটি প্রশ্ন হয়ে দেখা দিয়েছে। এই বই লেখার উদ্দেশ্য হলো ইসলামে মিউজিকের অবস্থান সুস্পষ্ট করে দেওয়া। কোন ধরনের বাদ্যবাজনা ইসলামে বৈধ আর কোনগুলো অবৈধ তা নির্দিষ্ট করে বলা। অধুনা গান ও মিউজিক শোনার জন্য প্রচুর ইলেকট্রনিক যন্ত্র আবিষ্কৃত হয়েছে। তার ওপর কম্পিউটার-নির্ভর মিউজিক আসার পর থেকে এই বিষয়টি আরো জটিল রূপ ধারণ করেছে।

কোনো বিষয়ে বিধান নির্ণয় করার আগে সেই ব্যাপারে স্বচ্ছ ধারণা রাখা ইসলামি শরিয়তে অত্যাবশ্যক। এই শর্ত পূরণ করতে হলে ইসলামের নির্দেশনাগুলো কুরআন-সুন্নাহর আলোকে বুঝতে হবে। প্রথম কাজ হবে কুরআন-সুন্নাহ থেকে এই বিষয়ে জ্ঞান আহরণ করা। এরপর এই জ্ঞান প্রয়োগ করে আলোচ্য বিষয় (অর্থাৎ মিউজিক) বৈধ-অবৈধ হওয়া-সংক্রান্ত ফাতওয়া বের করে আনা। আলোচ্য বিষয়বস্তুর উপকারী ও ক্ষতিকর দিক সম্পর্কেও আমাদের লক্ষ রাখতে হবে। ইসলামি শরিয়তের দৃষ্টিভঙ্গি হচ্ছে প্রত্যেকটি জিনিসের উপকার ও ক্ষতি সতর্কতার সাথে বিচার-বিশ্লেষণ করা। কারণ দিনশেষে শরিয়তের লক্ষ্যবস্তু হলো সমাজের কল্যাণ নিশ্চিত করা।

আমরা এই সমস্যাটিকে তিনটি ভাগে ভাগ করতে পারি—**এক.** বাদ্যযন্ত্র, যেমন : দফ (হাতে বাজানোর ঢোল), পিয়ানো, গিটার ও বাঁশি। **দুই.** গানের কথা। **তিন.** গায়ক বা গীতিকার।

আমরা ধাপে ধাপে এই সমস্যার সমাধান করব। প্রথমেই আমরা দেখব কুরআন ও হাদিসে সংগীত শোনার ব্যাপারে কী কী দলিল রয়েছে। এরপর এই বিষয়ে সাহাবিগণ ও আলিমরা কী বলেছেন, তা দেখব। আর (এসব বিচার-বিশ্লেষণ করার পরই কেবল) গান ও মিউজিক সম্পর্কে ধর্মীয় বিধান উল্লেখ করার মতো অবস্থায় এসে পৌঁছাব আমরা।

আলোচনা শুরুর আগে আমাদের এটা মনে রাখতে হবে, মুসলিমদের জন্য চূড়ান্ত দলিল হচ্ছে কুরআন ও সুন্নাহ। আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ...﴿٣٦﴾

আর আল্লাহ ও তার রাসুল কোনো বিষয়ের ফয়সালা দিলে কোনো মুমিন পুরুষ কিংবা মুমিন নারীর জন্য সে বিষয়ে (ভিন্ন সিদ্ধান্তের) এখতিয়ার থাকে না।[১]

সুরা নুরে মহান আল্লাহ বলেন—

...فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٦٣﴾

সুতরাং যারা তার (নবির) আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করে তারা সতর্ক হোক যে, তাদের ওপর বিপর্যয় আপতিত হবে অথবা আরোপিত হবে তাদের ওপর যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।[২]

ওপরে বর্ণিত আয়াতগুলো থেকে এটাই প্রতীয়মান হয়, আমাদের উচিত আল্লাহ এবং তার নবির দেওয়া বিধানসমূহ মেনে চলা। 'আমরা তো সচরাচর এমনটা দেখে অভ্যস্ত নই'—এই অজুহাতে নিজেদের মতামতের ওপর ভিত্তি করে অথবা কুতর্ক

[১] সুরা আহযাব, আয়াত : ৩৬

[২] সুরা নুর, আয়াত : ৬৩

করে এসব বিধিবিধানের ফাঁকফোকর খুঁজে বেড়ানো আমাদের জন্য বৈধ নয়।

মিউজিক শুধু অমুসলিমদের মধ্যেই ব্যাপকতা লাভ করেছে তা নয়; বরং মুসলিমদের মধ্যেও এটার বিস্তার ঘটেছে মহামারির মতো। চারপাশে তাকালে আমরা এটাই দেখতে পাই। তাই বলে 'অধিকাংশ মানুষই মিউজিক শোনে'—এটা মিউজিক বৈধ হওয়ার জন্য কোনো ন্যায়সংগত কারণ হতে পারে না। যেমনটা কুরআনে বলা হয়েছে—

وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ ۚ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ﴿١١٦﴾

আপনি যদি দুনিয়ার অধিকাংশ লোকের অনুসরণ করেন, তাহলে তারা আপনাকে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করে দেবে। তারা তো কেবল ধারণার অনুসরণ করে এবং তারা শুধু অনুমাননির্ভর কথা বলে।[১]

গান ও মিউজিকের ব্যাপারে কুরআনের অবস্থান

কুরআন থেকে প্রথম আয়াত—

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا ۚ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿٦﴾

আর কিছু মানুষ আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করার উদ্দেশে অজ্ঞতাবশত লাহওয়াল হাদিস (অসার বাক্য) ক্রয় করে এবং আল্লাহর দেখানো পথ নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করে। এদের জন্যই রয়েছে অবমাননাকর শাস্তি।[২]

আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ রাযিয়াল্লাহু আনহু এই আয়াত সম্পর্কে বলেছেন, 'আমি সেই সত্তার কসম করে বলছি, যিনি ছাড়া আর কোনো উপাস্য নেই, এটা (অসার বাক্য) দ্বারা এখানে 'গিনা' বা সংগীতের কথা বলা হচ্ছে।' তিনি তিনবার এই কথার পুনরাবৃত্তি করেন।[৩]

---

[১] সুরা আনআম, আয়াত : ১১৬

[২] সুরা লুকমান, আয়াত : ৬

[৩] *তাফসিরুত তাবারি*, খণ্ড : ২০; পৃষ্ঠা : ১২৭; *নাইলুল আওতার* খণ্ড : ৮; পৃষ্ঠা : ১৭৯

কুরআনের বিখ্যাত মুফাসসির এবং অন্যতম ফকিহ সাহাবি ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, 'এখানে (অসার বাক্য বলতে) গান এবং গানের মতো আরো যা কিছু আছে, সেগুলো বোঝানো হয়েছে।'[১]

অন্যদিকে জাবির ইবনু আব্দিল্লাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু মনে করতেন, 'এর মানে হচ্ছে গান গাওয়া এবং গান শোনা।'[২]

ইবনু কাসির রাহিমাহুল্লাহ তার তাফসিরে লিখেছেন, 'ইবনু মাসউদ, ইবনু আব্বাস ও জাবির রাযিয়াল্লাহু আনহুমের মতো ইকরিমা, সাইদ ইবনু জুবাইর, মুজাহিদ, মাকহুল, আমর ইবনু শুআইব প্রমুখ তাবিয়ির[৩] মতে, এ আয়াতে গানের কথাই বোঝানো হয়েছে। হাসান বাসরি রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন, উক্ত আয়াতে গান ও বাদ্যযন্ত্রের কথা বলা হয়েছে।'[৪]

বাগাবি রাহিমাহুল্লাহ প্রখ্যাত তাবিয়ি মাকহুল রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণনা করেন, 'কেউ যদি বাদ্যযন্ত্র বাজানো এবং গান গাওয়ার উদ্দেশে বাদ্যযন্ত্র বাজানোয় পারদর্শী কোনো গায়িকা ক্রয় করে তাকে সে কাজে নিয়োগ দেয় এবং (তাওবা না করে) মৃত্যু পর্যন্ত সে এই অবস্থার ওপরেই অটল থাকে, তাহলে আমি তার জানাযার সালাতে শরিক হব না। কারণ আল্লাহ তাআলা কুরআনের মধ্যে বলেছেন—

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا...﴿٦﴾

আর কিছু মানুষ আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করার উদ্দেশে অজ্ঞতাবশত লাহওয়াল হাদিস (অসার বাক্য) ক্রয় করে এবং আল্লাহর দেখানো পথ নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করে। এদের জন্যই রয়েছে অবমাননাকর শাস্তি।[৫][৬]

[১] *আস-সুনানুল কুবরা,* বাইহাকি : ২০৯৮৭; *তাফসিরুত তাবারি,* খণ্ড : ২০; পৃষ্ঠা : ১২৭-১২৮

[২] *তাফসিরুত তাবারি,* খণ্ড : ২০; পৃষ্ঠা : ১২৮

[৩] যারা নিজেদের জীবদ্দশায় ঈমানের সাথে সাহাবিদের সাক্ষাৎ পেয়েছেন এবং ঈমানের সাথেই মৃত্যুবরণ করেছেন তাদেরকে তাবিয়ি বলা হয়।

[৪] *তাফসিরু ইবনি কাসির,* খণ্ড : ৬; পৃষ্ঠা : ৩৩১

[৫] সুরা লুকমান, আয়াত : ৬

[৬] *তাফসিরুল বাগাবি,* খণ্ড : ৬; পৃষ্ঠা : ২৮৪

ইবনু জারির আত-তাবারি রাহিমাহুল্লাহ তার বিখ্যাত তাফসিরগ্রন্থ *জামিউল বায়ানে* 'লাহওয়াল হাদিস'-এর ব্যাখ্যায় মোট পাঁচটি অর্থ উল্লেখ করেছেন। যথা—

» গান গাওয়া ও গান শোনা।

» গায়িকা দাসী কেনা বা আমদানি করা।

» ঢোল-তবলা বাজানো।

» শিরকি কথাবার্তা বলা।

» প্রত্যেক এমন কথা, যা আল্লাহর পথ থেকে দূরে নিয়ে যায়।[১]

একইভাবে, ইমাম কুরতুবি এই আয়াতের ব্যাখ্যায় তার তাফসিরে লিখেছেন, 'লাহওয়াল হাদিস-এর যতগুলো ব্যাখ্যা আছে, তার মধ্যে সবচেয়ে উপযুক্ত ও সেরা ব্যাখ্যা হলো, গান গাওয়া। এটা ইবনু মাসউদ, ইবনু আব্বাস, জাবির রাযিয়াল্লাহু আনহুম, মুজাহিদ, হাসান, সাইদ ইবনু জুবাইর, কাতাদা, ইবরাহিম নাখয়ি রাহিমাহুমুল্লাহ প্রমুখের মত। একইভাবে ইবনু উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু, ইকরিমা, মাইমুন ও মাকহুল রাহিমাহুমুল্লাহরও একই মত।[২]

এখানে অবশ্যই উল্লেখ করা দরকার, মূলধারার আলিমগণ কুরআনের তাফসির করার চারটি পদ্ধতি নির্ণয় করেছেন—

» কুরআন দিয়ে কুরআনের তাফসির

» সুন্নাহর মাধ্যমে কুরআনের তাফসির

» সাহাবিদের বক্তব্য অনুসারে কুরআনের তাফসির

» কুরআনের ভাষাগত তাফসির।[৩]

কুরআনকে বোঝার জন্য, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবিদের দেওয়া কুরআনের ব্যাখ্যা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ইবনু কাসির কুরআনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ

---

[১] *তাফসিরুত তাবারি,* খণ্ড : ২০; পৃষ্ঠা : ১২৭-১৩০

[২] *তাফসিরুল কুরতুবি,* খণ্ড : ১৪; পৃষ্ঠা : ৫১-৫২

[৩]Dr. Bilal Philips, *Usool at-Tafseer: The Methodology of Quraanic Explanation* (Sharjah: Dar Al Fatah,1997)

একজন মুফাসসির। তিনি তার তাফসিরের ভূমিকায় লিখেছেন, 'সুন্নাহর মধ্যে কুরআনের কোনো উপযুক্ত তাফসির খুঁজে না পেলে, আমরা সাহাবিদের অভিমতের শরণাপন্ন হই। কারণ কুরআন সম্পর্কে পরিপূর্ণ ও সঠিক ধারণা, এটি নাযিল হওয়ার প্রেক্ষাপট এবং নেক আমলের কারণে তারা কুরআনকে অন্য সবার চেয়ে ভালো করে বুঝতে পারতেন।'[১]

কুরআন থেকে দ্বিতীয় আয়াত—

أَفَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ ۝٥٩ وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ ۝٦٠ وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ ۝٦١ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا ۝٦٢

তোমরা কি এই কথায় অবাক হচ্ছ? শুধু হাসছ, কাঁদছ না? তুচ্ছ আনন্দ-উপকরণ নিয়ে পড়ে আছ? সুতরাং তোমরা আল্লাহর কাছে সিজদায় অবনত হও এবং (তার) ইবাদত করো।[২]

ইমাম আবু উবাইদা রাহিমাহুল্লাহর মতে, হিমইয়ার গোত্রের ভাষানুসারে 'সুমুদ' কথাটির অর্থ হলো গান গাওয়া। ইকরিমা রাহিমাহুল্লাহ থেকেও অনুরূপ কথা বর্ণিত হয়েছে।[৩]

এ ছাড়াও ভাষাবিদ ইবনু মানযুর তার (বিখ্যাত আরবি অভিধান) *লিসানুল আরব* গ্রন্থে 'সুমুদ' শব্দ থেকে উৎসারিত অন্যান্য শব্দের ব্যাপারে বলেছেন, 'ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হয়েছে, 'সুমুদ' অর্থ হলো গান গাওয়া। বস্তুত শব্দটি হিমইয়ার গোত্রের ভাষা থেকে নেওয়া। অতএব اُسْمُدِيْ لَنَا (উসমুদী লানা)-এর অর্থ দাঁড়াচ্ছে, 'আমাদের জন্য গান করো।' যখন কোনো নারী গায়িকাকে এভাবে বলা হয় যে, أَسْمِدِيْنَا (আসমিদীনা) তখন এর অর্থ হয়, 'গান গেয়ে আমাদেরকে মোহাবিষ্ট করো।'[৪]

---

[১] *তাফসিরু ইবনি কাসির*, খণ্ড : ১; পৃষ্ঠা : ৭

[২] সুরা নাজম, আয়াত : ৫৯-৬২

[৩] *রুহুল মাআনি*, আলুসি, খণ্ড : ১৪; পৃষ্ঠা : ৭১

[৪] *লিসানুল আরব*, খণ্ড : ৩; পৃষ্ঠা : ২১৯

ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু তার ব্যাখ্যায় আরো বলেছেন, سَامِدُونَ (সামিদুন) কথাটি দিয়ে কুরআন তিলাওয়াতের সময় পৌত্তলিক আরবদের উচ্চৈঃস্বরে গান-বাজনা শুরু করার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। তারা এমনটা করত, যাতে করে তিলাওয়াতকারীর কণ্ঠ চাপা পড়ে যায় এবং তিলাওয়াত তাদের কানে না পৌঁছায়।[১]

ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, سَامِدُونَ (সামিদুন) অর্থ গান-বাজনাকারী। এ ছাড়াও সামিদুন শব্দের অর্থ হতে পারে, উপেক্ষাকারী, যেমনটি বলেছেন ইকরিমা ও মুজাহিদ রাহিমাহুমাল্লাহ। অথবা হতে পারে, উদাসীন, যেমনটি বলেছেন হাসান বাসরি রাহিমাহুল্লাহ। কিংবা হতে পারে, অহংকারী, যেমনটি বলেছেন সুদ্দি রাহিমাহুল্লাহ।[২]

এই অর্থগুলোর প্রত্যেকটিই এখানে বসানো সম্ভব এবং তাতে কোথাও কোনো সংঘর্ষ তৈরি হবে না।

কুরআন থেকে তৃতীয় আয়াত—

وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُم بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِم بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ ۚ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا ...﴿٦٤﴾

‘আর (হে শয়তান,) তুই তাদের মধ্য থেকে যাকে পারিস তোর আওয়াজ দ্বারা সত্যচ্যুত কর, তোর অশ্বারোহী ও পদাতিক বাহিনী দিয়ে তাদের আক্রমণ কর এবং তাদের সম্পদে ও সন্তানসন্ততিতে শরিক হয়ে যা, আর তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দে।’ বস্তুত শয়তান তাদেরকে ছলনা ছাড়া কোনো প্রতিশ্রুতিই দেয় না।[৩]

কোনো কোনো তাবিয়ি, যেমন দাহহাক, হাসান বাসরি এবং মুজাহিদ এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, এখানে শয়তানের আওয়াজ দ্বারা মানবজাতিকে সত্যচ্যুত করা দিয়ে মূলত বাদ্যযন্ত্রের সুর, গান এবং আনন্দ-বিনোদনের কথা বোঝানো হয়েছে।

---

[১] *তাফসিরুল কুরতুবি,* খণ্ড : ১৭; পৃষ্ঠা : ১২৩

[২] *তাফসিরু ইবনি কাসির,* খণ্ড : ৭; পৃষ্ঠা : ৪৬৮

[৩]সুরা ইসরা, আয়াত : ৬৪

দাহহাক বলেন, এখানে বাঁশিজাতীয় বাদ্যযন্ত্র উদ্দেশ্য। ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহুর মতে, এই আয়াতে যে আওয়াজের কথা বলা হয়েছে, তা ওইসব আহ্বানকে নির্দেশ করে, যার মাধ্যমে আল্লাহর অবাধ্যতার দিকে ডাকা হয়।[১]

কুরআনের এই আয়াত সম্পর্কে ইবনুল কাইয়িম রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন, 'ইবনু আবি হাতিম কুরআনের আয়াতে 'শয়তানের আওয়াজ' সম্পর্কে ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহুর ব্যাখ্যা উল্লেখ করেছেন, যেখানে আওয়াজ দ্বারা পাপ এবং আল্লাহর অবাধ্যতার দিকে আহ্বানকারী সবকিছুকে বোঝানো হয়েছে। আর যা কিছু অন্যায় কাজের দিকে আহ্বান করে, সেগুলোর মধ্যে মিউজিকের স্থান সবার ওপরে। এটা তো সবারই জানা কথা। এ কারণেই শয়তানের আওয়াজের অর্থকে সংগীত হিসেবে বুঝে নেওয়া হয়েছে।'[২]

প্রসিদ্ধ শাফিয়ি আলিম এবং সুফি শাইখ সাহাবুদ্দিন সুহরাওয়ারদি তার লেখা *আওয়ারিফুল মাআরিফ* বইতে কুরআনের উল্লেখিত আয়াত তিনটিকে বাদ্যযন্ত্রের সুর নিষিদ্ধ হওয়ার দলিল হিসেবে ব্যবহার করেছেন।

কুরআন থেকে চতুর্থ আয়াত—

وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا ﴿٧٢﴾

আর (রহমানের প্রকৃত বান্দা তো তারাই) যারা মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় না এবং যখন তারা অসার কার্যকলাপের সম্মুখীন হয় তখন আপন মর্যাদা রক্ষার্থে তা পরিহার করে চলে।[৩]

ইমাম ইবনু কাসির রাহিমাহুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনুল হানাফিয়াহ রাহিমাহুল্লাহ থেকে উল্লেখ করেছেন, 'আয-যুর' বলতে অসার কার্যকলাপ ও গান গাওয়া বোঝানো হয়েছে।[৪]

---

[১] *ইগাসাতুল লাহফান,* খণ্ড : ১; পৃষ্ঠা : ২৫৫

[২] *ইগাসাতুল লাহফান,* খণ্ড : ১; পৃষ্ঠা : ২৫৫

[৩]সুরা ফুরকান, আয়াত : ৭২

[৪] *তাফসিরু ইবনি কাসির,* খণ্ড : ৬; পৃষ্ঠা : ১৩০

ইমাম আবু বকর জাসসাস রাহিমাহুল্লাহ এই আয়াতের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন, 'মুহাম্মাদ ইবনুল হানাফিয়া রাহিমাহুল্লাহ বলেন, আয়াতে 'মিথ্যা সাক্ষ্য না দেওয়া' বলতে বোঝানো হয়েছে, কোনো বিষয়ের প্রকৃত জ্ঞান না থাকলে সে ব্যাপারে কথা না বলা। আবু বকর জাসসাস রাহিমাহুল্লাহ বলেন, হতে পারে এখানে গানের কথা বোঝানো হয়েছে; যেমনটি মুফাসসিরগণ বলেছেন। আবার এটাও হতে পারে যে, এখানে কোনো বিষয়ের প্রকৃত জ্ঞান না থাকলে সে ব্যাপারে কথা না বলা বোঝানো হয়েছে। যা-ই হোক, শব্দটি যেহেতু সর্বজনীন ও ব্যাপক, তাই এখানে উভয় অর্থই উদ্দেশ্য হতে পারে।'[১]

এখন আমরা মিউজিক সম্পর্কে আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কিছু হাদিস উল্লেখ করব। এগুলো মিউজিক নিষিদ্ধ হওয়ার বিষয়টি অত্যন্ত জোরালোভাবে প্রমাণ করে। আশা করা যায়, হাদিসগুলো (উল্লেখ করলে) মিউজিক নিষিদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে ভুল বোঝাবুঝির কোনো অবকাশ থাকবে না।

বাদ্যযন্ত্রের সুর এবং গান গাওয়ার ব্যাপারে নবিজির অবস্থান

কিছু লোক প্রায়ই বলে থাকে, 'মিউজিক শোনা যদি ইসলামে হারাম হয়, তাহলে এটা কুরআনে স্পষ্টভাবে উল্লেখ নেই কেন? আমরা শুধু কুরআনের নির্দেশই পালন করব।'

তাদের এই আপত্তি নতুন নয়। সংস্কারপন্থি ও ইসলাম পালন করতে লজ্জা পায়, এমন অনেক মুসলিমই এ ধরনের দাবি উত্থাপন করে থাকে।

সুরা লুকমানের ৬ নং আয়াত ইসলামে মিউজিক হারাম হওয়ার সুস্পষ্ট প্রমাণ দিচ্ছে। তারপরও ইসলামের কোনো বিধান সম্পর্কে আরো বিস্তারিত জানার জন্য আমাদেরকে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাহর কাছে যেতে হবে। কুরআনের বক্তব্য ব্যাপক। তাই সকল বিষয় স্পষ্টভাবে জানার জন্য অবশ্যই নবিজিকে অনুসরণ করতে হবে, যে নির্দেশ আমরা কুরআন থেকেই পেয়ে থাকি। কুরআন স্পষ্টভাবে আমাদেরকে জানিয়ে দিয়েছে—

...وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٧﴾

[১] *আহকামুল কুরআন*, জাসসাস, খণ্ড : ৫; পৃষ্ঠা : ২১৩

...আর রাসুল যা কিছু তোমাদেরকে প্রদান করেন, তা গ্রহণ করো এবং যা কিছু তিনি তোমাদের জন্য নিষেধ করেন, তা থেকে বিরত থাকো।[১]

আমাদের প্রিয় নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুসলিমদের মধ্যে এই সব লোকের উদ্ভবের ব্যাপারে ভবিষ্যদ্বাণী করে গিয়েছিলেন, যারা ইসলামের বিধিবিধানের ব্যাপারে ঠিক এইরকম আপত্তি তুলবে।

মিকদাম ইবনু মাদিকারাব রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত এক হাদিসে আছে, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের সাবধান করে বলেছেন—

أَلَا إِنِّي أُوتِيتُ الْكِتَابَ، وَمِثْلَهُ مَعَهُ أَلَا يُوشِكُ رَجُلٌ شَبْعَانُ عَلَى أَرِيكَتِهِ يَقُولُ عَلَيْكُمْ بِهَذَا الْقُرْآنِ فَمَا وَجَدْتُمْ فِيهِ مِنْ حَلَالٍ فَأَحِلُّوهُ، وَمَا وَجَدْتُمْ فِيهِ مِنْ حَرَامٍ فَحَرِّمُوهُ

জেনে রাখো, আমাকে কিতাব এবং তার সঙ্গে অনুরূপ কিছু (অর্থাৎ সুন্নাহ) দেওয়া হয়েছে। জেনে রাখো! এমন এক সময় আসবে যখন কোনো প্রাচুর্যবান লোক তার আসনে বসে বলবে, তোমরা শুধু এ কুরআনকেই গ্রহণ করো। তাতে যা হালাল পাবে তা হালাল বলে গণ্য করবে এবং যা হারাম পাবে তা হারাম বলে গণ্য করবে।[২]

হাদিস–১

হাদিসের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ হলো *সহিহ বুখারি*। এই কিতাবের একটি হাদিস দিয়ে আরো সুস্পষ্টভাবে মিউজিক হারাম হওয়া নিশ্চিত করা যায়। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ، يَسْتَحِلُّونَ الحِرَ وَالحَرِيرَ، وَالخَمْرَ وَالمَعَازِفَ

আমার উম্মতের মধ্যে অবশ্যই এমন কতগুলো দলের সৃষ্টি হবে, যারা ব্যভিচার, (পুরুষদের জন্য) রেশমি কাপড় পরিধান, মদ্যপান ও বাদ্যযন্ত্রকে হালাল মনে করবে।[৩]

---

[১] সুরা হাশর, আয়াত : ৭

[২] *সুনানু আবি দাউদ* : ৪৬০৪, হাদিসটির সনদ সহিহ

[৩] *সহিহ বুখারি* : ৫৫৯০

বুখারির হাদিসের ব্যাখ্যা

আরবি 'মাআযিফ' শব্দ দ্বারা বাদ্যযন্ত্র বা এই জাতীয় সরঞ্জামের শব্দ এবং এসব সরঞ্জামের তালে তালে গান গাওয়াকে বোঝানো হয়েছে। শব্দটির বিশ্লেষণ করা হলে এটি সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়। ইমাম কুরতুবি রাহিমাহুল্লাহ বর্ণনা করেছেন, জাওয়াহিরি (প্রাচীন আরবি অভিধান *আস-সিহাহর* রচয়িতা) তিনটি আরবি শব্দের শব্দমূল একই থাকার কথা লিখেছেন। তিনি বলছেন, 'মাআযিফ' দিয়ে বোঝানো হয় বাদ্যযন্ত্র। 'আযিফ' দিয়ে বোঝানো হয় এমন কাউকে, যে কিনা গান গায় এবং বাতাসের 'আযফ' হচ্ছে এর আওয়াজ।

বাদ্যযন্ত্রের উদাহরণ হচ্ছে বেহালা, ড্রাম, গিটার, ফিডল, বাঁশি, পিয়ানো, তারযুক্ত বাদ্যযন্ত্র, লিউট, ম্যান্ডোলিন, হারমোনিয়াম এবং অন্যান্য। এই ধরনের শব্দ অন্য কোনো মাধ্যম দিয়ে তৈরি করা হলে, সেটাও এর অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে (যেমন : ডিজিটাল পদ্ধতিতে বা কম্পিউটারে তৈরি মিউজিকের আওয়াজ)।

এই হাদিসের শব্দচয়ন সতর্কতার সাথে লক্ষ করলে মিউজিক নিষিদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে নিচের আলামতগুলো পাওয়া যায়—

[এক] 'হালাল মনে করবে'—এই কথার দ্বারা এটাই বোঝায়, মিউজিক হারাম। কেননা মানুষ শুধু সেই জিনিসকেই হালাল বলে মনে করতে পারে, যা আগে থেকে হালাল নয়।

[দুই] মিউজিক যদি হারাম না হতো, তাহলে একে ব্যভিচার ও মদ্যপানের সাথে উল্লেখ করা হতো না।

[তিন] যখন আমরা এই চারটি বিষয় লক্ষ করি, তখন আরেকটি বিষয় সামনে চলে আসে। এগুলো যে শুধু হারাম কাজ, তা-ই কিন্তু নয়। এগুলোর কথা উল্লেখ করার সময় সাথে আরো কিছু বিশেষণ যুক্ত করা হয়েছে। যেমন—

» ব্যভিচারের ক্ষেত্রে বলা হয়েছে, 'নিশ্চয়ই তা অশ্লীল ও নিকৃষ্ট পথ।'[১]

» গান ও বাদ্যযন্ত্র আমদানিকারকদের ব্যাপারে বলা হয়েছে, 'তাদের জন্য

---

[১] সুরা ইসরা, আয়াত : ৩২

রয়েছে অবমাননাকর শাস্তি।'[১]

» মদের ব্যাপারে বলা হয়েছে, '(এটা) শয়তানের অপবিত্র কাজ।'[২]

সুতরাং আমরা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারি, এই গুনাহগুলো কোনো সাধারণ পাপ নয়। আসলে এই চারটি জিনিসকে একসাথে এই হাদিসে উল্লেখ করার কী কারণ থাকতে পারে? এ থেকে অন্তত এটুকু বোঝা যায়, মিউজিক শোনা এবং উপভোগ করা কোনো সাধারণ গুনাহ নয়।

[চার] আরবি 'ইয়াসতাহিল্লুনা' শব্দের অর্থ, 'তারা হালাল মনে করবে'। অর্থাৎ তারা শুধু গুনাহই করবে না; বরং একে দ্বীনের মধ্যে বৈধ বলেও গণ্য করবে। এমনটা করা হচ্ছে দ্বীনের বিরুদ্ধে সবচেয়ে নিকৃষ্ট বিদ্রোহ। এর ফলে গুনাহের মাত্রা আরো বেড়ে যায়।

[পাঁচ] কেউ যদি দাবি করে, মদ, যিনা এবং রেশমের সাথে মিউজিকের সম্মিলন ঘটিয়ে উপভোগ করা হলেই কেবল তা হারাম হবে, তাহলে এটা হবে সম্পূর্ণ ভ্রান্ত দাবি। কারণ যদি তা-ই হয়, তাহলে শুধু মিউজিকই ব্যতিক্রম হবে কেন? এই একই দাবি তো যিনা, মদ্যপান এবং রেশমের ক্ষেত্রেও করা যায়। এভাবে কেউ চাইলে বলতে পারে, মদ ও যিনাও বৈধ হবে যদি এগুলোকে বাকি জিনিসের সাথে মেলানো না হয়। (নাউযুবিল্লাহ!)

হাদিস–২

لَيَشْرَبَنَّ نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي الْخَمْرَ، يُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا، يُعْزَفُ عَلَى رُءُوسِهِمْ بِالْمَعَازِفِ، وَالْمُغَنِّيَاتِ، يَخْسِفُ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ، وَيَجْعَلُ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ

আমার উম্মতের কতক লোক মদকে ভিন্ন নাম দিয়ে তা পান করবে। তাদের সামনে বাদ্যবাজনা চলবে এবং গায়িকা নারীরা গান পরিবেশন করবে। আল্লাহ তাআলা এদেরকে মাটির নিচে ধসিয়ে দেবেন এবং তাদের কতককে বানর ও শূকরে রূপান্তরিত করবেন।[৩]

---

[১] সুরা লুকমান, আয়াত : ৬

[২] সুরা মায়িদা : ৯০

[৩] *সুনানু ইবনি মাজাহ* : ৪০২০—হাদিসটির সনদ সহিহ।

এরকম বেশ কিছু হাদিস রয়েছে, যেগুলো রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অন্তত তেরোজন সাহাবি পৃথক পৃথক (সূত্রে) বর্ণনা করেছেন। এসব হাদিসে আল্লাহর শাস্তি আপতিত হওয়ার কারণ হিসেবে বাদ্যযন্ত্র এবং গায়ক-গায়িকাদের প্রাদুর্ভাবের কথা বলা হয়েছে। এই হাদিসগুলোর কিছু সহিহ, কিছু হাসান বা প্রমাণযোগ্য এবং কিছু দুর্বল। আমরা যদি সার্বিকভাবে হাদিসগুলোকে বিবেচনায় নিই, তাহলে আমরা সেই সিদ্ধান্তে পৌঁছাব যা ইবনুল কাইয়িম রাহিমাহুল্লাহ খুব সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছেন, 'হাদিসে বহুবার উল্লেখিত হয়েছে—এই জাতির ওপর শাস্তি এসে আপতিত হবে। আর এসব হাদিসের বেশিরভাগ বর্ণনা থেকে জানা যায়, এই শাস্তি সুনির্দিষ্টভাবে বাদ্যযন্ত্র ও মদ্যপানের অপরাধের সাথে যুক্ত।'[১]

হাদিস–৩

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نَهَى عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَالْكُوبَةِ وَالْغُبَيْرَاءِ وَقَالَ ‹كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ

আব্দুল্লাহ ইবনু আমর রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদ, জুয়া, কুবা (ঢোল) ও গুবাইরা নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন। তিনি বলেছেন, নেশা সৃষ্টিকারী প্রতিটি বস্তুই হারাম।[২]

ইমাম আবু উবাইদ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'গুবাইরা' অর্থ এক ধরনের মদ, যা হাবশিরা ভুট্টা থেকে তৈরি করে।[৩]

সুফইয়ান রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন, আমি এই হাদিসের বর্ণনাকারী আলি ইবনু বাযিমা রাহিমাহুল্লাহকে জিজ্ঞেস করলাম, 'কুবা' কী জিনিস? তিনি উত্তর দিলেন, এটা হচ্ছে ঢোল।[৪]

---

[১] *ইগাসাতুল লাহফান*, খণ্ড : ১; পৃষ্ঠা : ২৭৭

[২] *সুনানু আবি দাউদ* : ৩৬৮৫—হাদিসটির সনদ সহিহ।

[৩]প্রাগুক্ত

[৪] *আস-সুনানুল কুবরা*, বাইহাকি : ২০৯৯১

হাদিস–৪

إِنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَى أُمَّتِي الْخَمْرَ وَالْمَيْسِرَ وَالْمِزْرَ وَالْكُوبَةَ وَالْقِنِّينَ وَقَالَ ‹كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ

নিশ্চয়ই আল্লাহ আমার উম্মতের জন্য মদ, জুয়া, মিযর (যব থেকে তৈরি একপ্রকার নেশাজাতীয় পানীয়), কুবা (ঢোল) এবং কিন্নিন (তানপুরা) হারাম করেছেন এবং তিনি বলেছেন, নেশা সৃষ্টিকারী প্রতিটি বস্তুই হারাম।[১]

হাদিস–৫

إِنِّي لَمْ أَنْهَ عَنِ الْبُكَاءِ وَلَكِنِّي نَهَيْتُ عَنْ صَوْتَيْنِ أَحْمَقَيْنِ فَاجِرَيْنِ، صَوْتٍ عِنْدَ نغمةِ لَهْوٍ وَلَعِبٍ وَمَزَامِيرِ الشَّيْطَانِ، وَصَوْتٍ عِنْدَ مُصِيبَةٍ لَطْمِ وجُوهٍ وَشَقِّ جُيُوبٍ، وَهَذِهِ رَحْمَةٌ وَمَنْ لَا يَرْحَمُ لَا يُرْحَمُ

নিশ্চয়ই আমি কান্না করতে নিষেধ করিনি; বরং আমি নিষেধ করেছি এমন দুটি স্বরকে, যা নির্বুদ্ধিতার পরিচায়ক ও গুনাহ। একটি হচ্ছে শয়তানের বাঁশি (বাদ্যযন্ত্র) ও বিনোদন-ক্রীড়ার সময় উচ্চারিত স্বর (গান), আর অন্যটি হচ্ছে বিপদ-মুসিবতের সময় উচ্চারিত স্বর (উচ্চৈঃস্বরে বিলাপ), যখন নিজের মুখে আঘাত করা হয় এবং পোশাক ছিঁড়ে ফেলা হয়। (আমার সন্তান ইবরাহিমের মৃত্যুর শোকে) আমার এই অশ্রু তো মায়ার নিদর্শন। আর যে মায়া দেখায় না, সে মায়া পাবেও না।[২]

হাদিস–৬

أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ يَقُولُ: قَالَ رَسُول اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وَسَلَّم: صَوْتَانِ مَلْعُوْنَانِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ: مِزْمَارٌ عِنْدَ نِعْمَةٍ وَرَنَّةٌ عِنْدَ مُصِيْبَةٍ

আনাস ইবনু মালিক রাযিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন যে, নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, দুটি আওয়াজ রয়েছে, যা দুনিয়া ও আখিরাতে উভয় জাহানে অভিশপ্ত। একটি হচ্ছে আনন্দ-খুশির সময় বাঁশির আওয়াজ (বাদ্যযন্ত্র), আর অন্যটি হচ্ছে বিপদ-মুসিবতের সময়ে কান্নার আওয়াজ (উচ্চৈঃস্বরে বিলাপ)।[৩]

---

[১] *মুসনাদু আহমাদ* : ৬৪৭৮; *সুনানু আবি দাউদ* : ৩৬৮৫; *সহিহুল জামি* : ১৭৪৭; হাদিসটির সনদ সহিহ।

[২] *মুসতাদরাকুল হাকিম* : ৬৮২৫; *মুসনাদুল বাযযার* : ১০০১; *শারহু মাআনিল আসার* : ৬৯৭৫; *শুআবুল ঈমান* : ৯৬৮৪—হাদিসটির সনদ হাসান।

[৩] *মুসনাদুল বাযযার* : ৭৫১৩; *মাজমাউজ যাওয়াইদ* : খণ্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ১৬; *আত-তারগিব ওয়াত-*

হাদিস–৭

عَنْ نَافِعٍ، مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ: «سَمِعَ صَوْتَ، زَمَّارَةِ رَاعٍ فَوَضَعَ أُصْبُعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ، وَعَدَلَ رَاحِلَتَهُ عَنِ الطَّرِيقِ» ، وَهُوَ يَقُولُ: يَا نَافِعُ أَتَسْمَعُ؟، فَأَقُولُ: نَعَمْ، فَيَمْضِي حَتَّى، قُلْتُ: لَا فَوَضَعَ يَدَيْهِ، وَأَعَادَ رَاحِلَتَهُ إِلَى الطَّرِيقِ، وَقَالَ: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَمِعَ صَوْتَ زَمَّارَةِ رَاعٍ فَصَنَعَ مِثْلَ هَذَا

ইবনু উমার রাযিয়াল্লাহু আনহুর আযাদকৃত দাস নাফি রাহিমাহুল্লাহ বর্ণনা করেছেন, একবার ইবনু উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু রাখালের বাজানো বাঁশির শব্দ শুনতে পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে তার দুই কানে আঙুল দিয়ে রাখলেন এবং নিজের বাহনকে রাস্তা থেকে নামিয়ে দূরে গিয়ে চলতে লাগলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, হে নাফি, ওই বাঁশির শব্দ কি এখনো শুনতে পাচ্ছ? আমি উত্তরে বললাম, হ্যাঁ এখনো শোনা যাচ্ছে। এরপর আব্দুল্লাহ ইবনু উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু ততক্ষণ ধরে হাঁটতে থাকলেন, যতক্ষণ না আমি তাকে বললাম, এখন আর ওই বাঁশির আওয়াজ শোনা যাচ্ছে না। এরপর ইবনু উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু তার কান থেকে আঙুল বের করলেন এবং বাহনকে রাস্তায় নিয়ে এলেন। এরপর নাফি রাহিমাহুল্লাহকে উদ্দেশ্য করে বললেন, আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেখেছি, একবার তিনি রাখালের বাঁশির শব্দ শুনতে পেলে এমনটাই করেছিলেন, যেমনটা আমি করেছি।'[১]

হাদিস–৮

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فِي هَذِهِ الأُمَّةِ خَسْفٌ وَمَسْخٌ وَقَذْفٌ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَتَى ذَاكَ؟ قَالَ: إِذَا ظَهَرَتِ الْقَيْنَاتُ وَالْمَعَازِفُ وَشُرِبَتِ الْخُمُورُ

ইমরান ইবনু হুসাইন রাযিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'আমার উম্মতের মাঝে ভূমিধস, চেহারা বিকৃতি ও পাথর বর্ষণের শাস্তি আপতিত হবে। এক মুসলিম ব্যক্তি প্রশ্ন করল, হে আল্লাহর রাসুল, কখন এসব শাস্তি আপতিত হবে? তিনি বললেন, যখন গায়িকা ও বাদ্যযন্ত্র বিস্তৃতি লাভ করবে এবং মদ্যপান সয়লাব হয়ে যাবে।[২]

তারহিব : ৫৩৫৩—হাদিসটির সনদ সহিহ।

[১] *মুসনাদু আহমাদ* : ৪৫৩৫, ৪৯৬৫; *সুনানু আবি দাউদ* : ৪৯২৪; *মুজামুল আওসাত*, তাবারানি : ১১৭৩, ৬৭৬৭; *আস-সুনানুল কুবরা*, বাইহাকি : ২০৯৯৭—হাদিসটির সনদ হাসান।

[২] *জামি তিরমিযি* : ২২১২; *মুসনাদুর রুইয়ানি* : ১৪২; *আস-সুনানুল ওয়ারিদা ফিল ফিতান* : ৩৪০—

বাদ্যযন্ত্র ও বাজে গান হারাম হওয়া নিয়ে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এমন আরো অনেক উক্তি রয়েছে। মাত্র কয়েকটি এখানে উল্লেখ করা হলো। ইমাম ইবনু হাজার হায়সামি[১] এ ধরনের প্রায় চল্লিশটি হাদিসকে তার রচিত *কাফফুর রাআ আন মুহাররামাতিল লাহবি ওয়াস সামা*[২] (লোকদেরকে হারাম বিনোদন এবং সংগীত থেকে বিরত রাখা) গ্রন্থে একত্র করেছেন। (কিতাবটির) উপসংহারে তিনি বলেছেন, 'এর সবকিছু হচ্ছে সুস্পষ্ট এবং অকাট্য লিখিত দলিল, যা প্রমাণ করে—সকল প্রকার বাদ্যযন্ত্র হারাম।'

নবিজির জীবনী থেকে একটি ঘটনা

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَا هَمَمْتُ بِقَبِيحٍ مِمَّا يَهُمُّ بِهِ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ إِلَّا مَرَّتَيْنِ مِنَ الدَّهْرِ كِلْتَاهُمَا عَصَمَنِي اللَّهُ مِنْهُمَا

قُلْتُ لَيْلَةً لِفَتًى كَانَ مَعِي مِنْ قُرَيْشٍ بِأَعْلَى مَكَّةَ فِي غَنَمٍ لِأَهْلِنَا نَرْعَاهَا: أَبْصِرْ لِي غَنَمِي حَتَّى أَسْمُرَ هَذِهِ اللَّيْلَةَ بِمَكَّةَ كَمَا يَسْمُرُ الْفِتْيَانُ. قَالَ: نَعَمْ، فَخَرَجْتُ، فَلَمَّا جِئْتُ أَدْنَى دَارٍ مِنْ دُورِ مَكَّةَ سَمِعْتُ غِنَاءً، وَصَوْتَ دُفُوفٍ، وَمَزَامِيرَ، قُلْتُ: مَا هَذَا؟ قَالُوا: فُلَانٌ تَزَوَّجَ فُلَانَةَ لِرَجُلٍ مِنْ قُرَيْشٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ قُرَيْشٍ، فَلَهَوْتُ بِذَلِكَ الْغِنَاءِ، وَبِذَلِكَ الصَّوْتِ حَتَّى غَلَبَتْنِي عَيْنِي، فَنِمْتُ فَمَا أَيْقَظَنِي إِلَّا مَسُّ الشَّمْسِ، فَرَجَعْتُ إِلَى صَاحِبِي، فَقَالَ: مَا فَعَلْتَ؟ فَأَخْبَرْتُهُ

ثُمَّ فَعَلْتُ لَيْلَةً أُخْرَى مِثْلَ ذَلِكَ، فَخَرَجْتُ، فَسَمِعْتُ مِثْلَ ذَلِكَ، فَقِيلَ لِي: مِثْلُ مَا قِيلَ لِي، فَسَمِعْتُ كَمَا سَمِعْتُ، حَتَّى غَلَبَتْنِي عَيْنِي، فَمَا أَيْقَظَنِي إِلَّا مَسُّ الشَّمْسِ، ثُمَّ رَجَعْتُ إِلَى صَاحِبِي، فَقَالَ لِي: مَا فَعَلْتَ؟ فَقُلْتُ: مَا فَعَلْتُ شَيْئًا

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَوَاللَّهِ، مَا هَمَمْتُ بَعْدَهُمَا بِسُوءٍ مِمَّا يَعْمَلُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ، حَتَّى أَكْرَمَنِي اللَّهُ بِنُبُوَّتِهِ

আলি ইবনু আবি তালিব রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, 'জাহিলি যুগের লোকেরা যেসব আনন্দ-বিনোদন

হাদিসটির সনদ সহিহ।

[১] মৃত্যু : ৯৭৪ হিজরি, ১৫৬৭ খ্রিষ্টাব্দ

[২] كف الرعاع عن محرمات اللهو والسماع

ও কুপ্রথা পালন করত, আমি কখনোই সেদিকে আকৃষ্ট হইনি। তবে দুইবার এর ব্যতিক্রম ঘটেছিল, কিন্তু আল্লাহ তাআলা আমাকে দুবারই রক্ষা করেছিলেন এবং নিরাপদে রেখেছিলেন।

একদিন আমি কুরাইশের এক যুবকের সাথে মক্কার উঁচুভূমিতে আমাদের ছাগল চড়াচ্ছিলাম। রাত ঘনিয়ে এলে আমি তাকে বললাম, তুমি আমার ছাগলগুলো দেখে রেখো। কারণ আমি আজ রাতে মক্কার অন্যান্য যুবকের মতো গল্পগুজব ও আড্ডা দিতে চাই। সে বলল, আচ্ছা, ঠিক আছে। এরপর আমি সেখান থেকে রওনা হলাম। যখন আমি মক্কার নিম্নভূমিতে অবস্থিত বসতির নিকটবর্তী হলাম তখন আমি দফ, বাদ্যযন্ত্র এবং গানের শব্দ শুনতে পেলাম। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এসব কী হচ্ছে? লোকেরা আমাকে বলল, কুরাইশের অমুক নারীর সাথে কুরাইশের অমুক লোকের বিয়ে হচ্ছে। তখন আমি সেখানকার গান ও বাজনার প্রতি কিছুটা আকৃষ্ট হয়ে পড়লাম। ইতোমধ্যে আমার চোখে ঘুম নেমে এলো। এরপর আমি সারারাত এত দীর্ঘ সময়ের জন্য ঘুমিয়ে পড়লাম, পরের দিন সকালের সূর্যের উষ্ণতা আমাকে ঘুম থেকে জাগিয়ে দিলো।

আমি আমার সঙ্গীর কাছে ফিরে এলে সে আমাকে জিজ্ঞেস করল, রাতে কী করলে? আমি তাকে রাতের পুরো ঘটনা খুলে বললাম। এরপর আরেক রাতে আমি একই কাজ করলাম। মক্কার বসতির দিকে রওয়ানা হয়ে নিকটবর্তী হলে আমি আবারও গান-বাজনার আওয়াজ শুনতে পেলাম। আমি এর কারণ জিজ্ঞেস করলে আমাকে সে আগের কারণই বলা হলো। এরপর আমি সে গান-বাজনা শোনার ইচ্ছা করলে আবারও আমার দুচোখে ঘুম নেমে এলো। এরপর আমি সারারাত এত দীর্ঘ সময়ের জন্য ঘুমিয়ে পড়লাম, পরের দিন সকালের সূর্যের উষ্ণতা আমাকে ঘুম থেকে জাগিয়ে দিলো। এরপর আমি আমার সঙ্গীর কাছে ফিরে এলে সে আমাকে জিজ্ঞেস করল, রাতে কী করলে? আমি বললাম, কিছুই করিনি।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, এ দুই ঘটনার পর থেকে নবুওয়াতের সম্মানে ভূষিত হওয়া পর্যন্ত আর কোনোদিন এসব মন্দ কাজের প্রতি আমার আগ্রহ বা ইচ্ছা জাগ্রত হয়নি, যা জাহিলিয়্যাতের সময়ের লোকেরা করত।'[১]

---

[১] *সহিহ ইবনু হিব্বান* : ৬২৭২; *মুসতাদরাকুল হাকিম* : ৭৬১৯; *দালায়িলুন নুবুওয়াহ*, আবু নুআইম : ১২৮; *দালায়িলুন নুবুওয়াহ*, বাইহাকি, খণ্ড : ২; পৃষ্ঠা : ৩৩; *মুসনাদুল বাযযার* : ৬৪০; *মাতালিবুল*

মিউজিক বৈধ কিংবা অবৈধ হওয়ার ব্যাপারে চূড়ান্ত রায় দেওয়ার আগে আধুনিক বিজ্ঞানের আলোকে মিউজিকের ক্ষতিকর দিকসমূহ নিয়ে পরবর্তী কয়েক অধ্যায়ে আলোচনা করা হবে।

আলিয়া : ৪২১২—হাদিসটির সনদ হাসান।